রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, সেপ্টেম্বর ১৫, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩১ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নম্বর ৩১২-আইন/২০২৪।—সরকার, Commissions of Inquiry Act, 1956 (Act No. VI of 1956) এর section 3 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, শৃঙ্খলা বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা, তদন্তকারী সংস্থা এবং অনুরূপ যে কোনো বাহিনী বা সংস্থার কোনো সদস্য বা সরকারের মদদে, সহায়তায় বা সম্মতিতে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টি কর্তৃক 'আয়না ঘর' বা যে কোনো জ্ঞাত বা অজ্ঞাত স্থানে বলপূর্বক গুম (enforced disappearance) হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধান, বলপূর্বক গুমের ঘটনার সহিত জড়িত ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ ও তাহাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান এবং বলপূর্বক গুম হওয়ার ঘটনা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় আইন সংস্কারের সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদনের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত ৫ (পাঁচ) সদস্য-বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিশন গঠন করিল :—

(১)	বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগ	সভাপতি
(২)	বিচারপতি মোঃ ফরিদ আহমেদ শিবলী, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগ	সদস্য
(৩)	জনাব নূর খান, মানবাধিকার কর্মী	সদস্য
(৪)	মিজ্ নাবিলা ইদ্রিস, শিক্ষক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৫)	জনাব সাজ্জাদ হোসেন, মানবাধিকার কর্মী	সদস্য

মূল্য : টাকা ৪.০০

২। তদন্ত কমিশনের কার্যপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) বিগত ০৬/০১/২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ হইতে ০৫/০৮/২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, শৃঙ্খলা বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা, তদন্তকারী সংস্থা এবং অনুরূপ যে কোনো বাহিনী বা সংস্থার কোনো সদস্য বা সরকারের মদদে, সহায়তায় বা সম্মতিতে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টি কর্তৃক 'আয়না ঘর' বা যে কোনো জ্ঞাত বা অজ্ঞাত স্থানে বলপূর্বক গুম হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধান, তাহাদের সনাক্ত করা এবং কোন পরিস্থিতিতে গুম হইয়াছিল উহা নির্ধারণ করা, এবং সে উদ্দেশ্যে গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যসহ যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করা;

(খ) বলপূর্বক গুম হওয়ার ঘটনাসমূহের বিবরণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা এবং এতদ্‌বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা;

(গ) বলপূর্বক গুম হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধান পাওয়া গেলে তাহাদের আত্মীয়-স্বজনকে অবহিত করা;

(ঘ) বলপূর্বক গুম হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে অন্য কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত তদন্তের তথ্য সংগ্রহ করা;

(ঙ) বলপূর্বক গুম হওয়ার ঘটনার সহিত জড়িত ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা এবং তাহাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা;

(চ) বলপূর্বক গুম হওয়ার ঘটনা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় আইন সংস্কারের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান করা; এবং

(ছ) উপরি-বর্ণিত উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট যে কোনো কার্য করা।

৩। তদন্ত কমিশন বাংলাদেশের যে কোন স্থান পরিদর্শন এবং যে কোন ব্যক্তিকে কমিশনে তলব করিতে ও জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে।

৪। তদন্ত কমিশন, Commissions of Inquiry Act, 1956 অনুসারে তদন্তকার্য সম্পন্ন করিয়া এই প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সরকারের নিকট তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

৫। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তদন্ত কমিশনকে সাচিবিক সহায়তাসহ সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করিবে ও কমিশনের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করিবে এবং কমিশনকে সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত যে কোনো ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

৬। তদন্ত কমিশনের সভাপতি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারক এবং কমিশনের সদস্যগণ হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারকের মর্যাদা এবং অন্যান্য সুবিধা ভোগ করিবেন।

৭। বিগত ১২ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৭ আগস্ট, ২০২৪ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও.নং-২৯৮-আইন/২০২৪ এতদ্দারা রহিত করা হইল এবং উক্ত রহিত প্রজ্ঞাপনের অধীন কৃত কাজ এই প্রজ্ঞাপনের অধীন কৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ মাহবুব হোসেন
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd